দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

উজিরপুর গুঠিয়া কলেজ

সব শর্ত পুরণ করেও স্বীকৃতি মিলছে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বরিশাল জেলার উজিরপুর থানায় স্থাপিত গুঠিয়া আইডিয়াল কলেজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরোপিত সকল শর্ত পূরণ করেও একাডেমিক স্বীকৃতি পাচ্ছে না। বারবার চেষ্টার পরও তাদের ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে। নিজস্ব জায়গায়, ব্যক্তিগত অর্থ খরচে ভবন তুলে এই কলেজটি স্থাপিত হয়েছে সম্প্রতি।

কলেজটিকে অনুমোদন দেয়ার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যশোর শিক্ষা বোর্ডকে আনুষ্ঠানিক (অফিসিয়াল) চিঠি দিলেও তা বোর্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। উপরন্তু যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐ কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন, চিঠিটি গ্রহণ করা যাবে কিনা। ইতোমধ্যে সরকারের একজন মন্ত্রীও গুঠিয়া আইডিয়াল কলেজটিকে অনুমোদন দানের জন্যে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে অনুরোধ জানিয়ে ডিও চিঠি পাঠিয়েছেন। মন্ত্রী তার ডিও চিঠিতে কলেজটি স্থাপনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে [illegible]নায় জনগণের চাহিদা এবং উক্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে এর অনুমোদন দানের জন্যে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। কিন্তু এরপরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজটির প্রতি সদয় হয়নি।

গুঠিয়া আইডিয়াল কলেজটি উজিরপুর থানায় গুঠিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। গুঠিয়া ইউনিয়নটি থানা সদর থেকে সন্ধ্যা ও দোয়ারিকা নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন একটি অতি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী এবং স্থানীয় জনগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই অবহেলিত জনপদে কলেজটি স্থাপন করা হয়েছে। কলেজটি তার নিজস্ব ১ একর ৪১ শতাংশ জমিতে অবস্থিত। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদন পেতে জমি লাগে মাত্র ১ একর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের জন্যে বোর্ডের আরোপিত শর্ত ছাড়াও কলেজের জায়গায় ৫৭ লাখ টাকা খরচ করে দোতলা পাকা ভবন নির্মাণ, বিজ্ঞান বিভাগের আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্রসহ কলেজ লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান নির্ণয় করে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। কলেজটিতে এ বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭০–এর অধিক।

কলেজটি দু দুবার পরিদর্শন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যশোর শিক্ষা বোর্ডকে অনুমোদনের জন্যে যে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গুঠিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী বাবুগঞ্জ থানার মাধবপাশা, দেহেরগতি ও ঝালকাঠি জেলার একাংশে কোন কলেজ নেই।

কলেজের উত্তরে ঝালকাঠি থানার বিনয়কাঠিতে শেরে বাংলা কলেজ ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে, পশ্চিমে চাখার ফজলুল হক কলেজ ৭ কিলোমিটার দূরে, উত্তরে ৭ কিলোমিটার দূরে উজিরপুর কলেজ এবং পূর্বে বাবুগঞ্জ কলেজ ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তিনি চিঠিতে আরো উল্লেখ করেছেন, দূরত্বের দিক দিয়ে একমাত্র উজিরপুর কলেজ সন্নিকটে; কিন্তু উজিরপুর থেকে গুঠিয়া সন্ধ্যা ও দোয়ারিকা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে এতো পথ অতিক্রম করে ও নদী পার হয়ে কলেজে যাওয়া। গুঠিয়া আইডিয়াল কলেজ ছাড়াও উজিরপুর থানায় আরো ৮টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবক'টি কলেজ সন্ধ্যা নদীর একপ্রান্তে। সন্ধ্যা নদীর অপর প্রান্তে ২৮টি গ্রাম নিয়ে গুঠিয়া ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত। এখানেই প্রতিকূল পরিবেশে এবং অবহেলিত জনপদে শিক্ষার আলো বিস্তারের উদ্দেশ্যে গুঠিয়া আইডিয়াল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। উজিরপুর থানায় একটিমাত্র পাকা রাস্তার উপর ৩/৪ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ৮টি কলেজ স্বীকৃতি পেলেও শুধুমাত্র এই কলেজটিকে বঞ্চিত করে রেখেছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক তার প্রতিবেদনে সকল শর্ত পূরণের কথা উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র একটি শর্ত ছাড়া। শর্তটি হচ্ছে ''জনসংখ্যা শর্ত''। পরিদর্শক জানিয়েছেন, সকল শর্ত পূরণ করা হলেও থানা ভিত্তিক জনসংখ্যার বিবেচনায় কলেজটি স্বীকৃতি দেয়া যায় না। কিন্তু থানাভিত্তিক জনসংখ্যার বিবেচনায় উজিরপুর থানায় কলেজের সংখ্যা বেশি সত্য; কিন্তু গুঠিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসংখ্যা ৭৫ হাজারের বেশি। শুধু গুঠিয়া ইউনিয়নে লোকসংখ্যা ২৯ হাজার এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ইউনিয়নে প্রায় ৫০ হাজার জনবসতির জন্যে এই কলেজটি অত্যাবশ্যকীয় বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

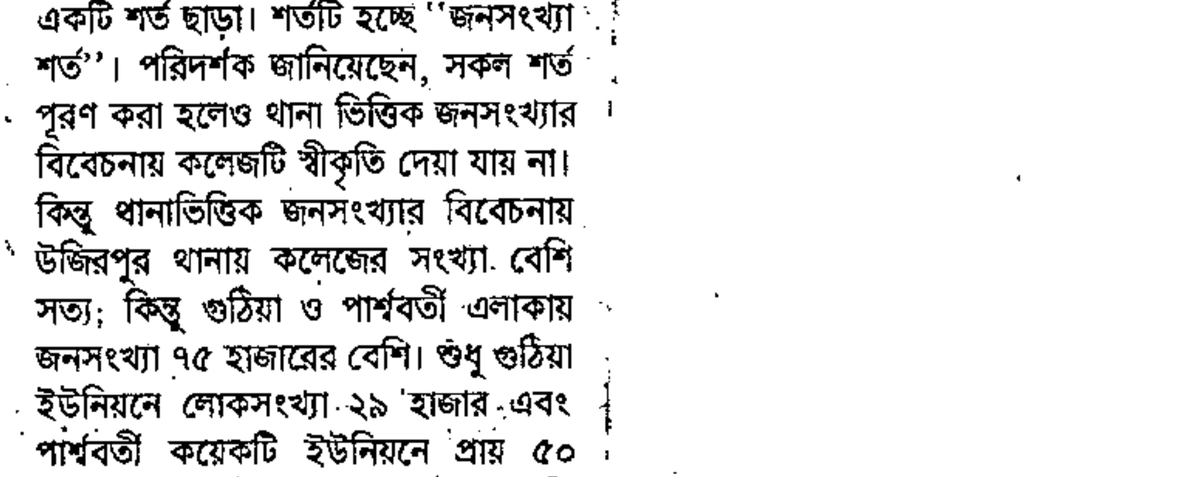

উজিরপুর গুঠিয়া কলেজ। —সংবাদ